৪০

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 25 SEP 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

ছাত্র-ছাত্রীরা ছাত্র রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ বছরে ৫২ জন প্রাণ হারিয়েছে

।। গিয়াস উদ্দিন রিমন ।।

স্বাধীনতা উত্তরকালে ১৯৭৪ সাল থেকে গত ২০ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ঘটনায় ৫২ ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের চেয়ে ছাত্র সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বেশী প্রাণহানি ঘটেছে। সবচেয়ে বেশী প্রাণহানি ঘটে ১৯৭৪ সালে আওয়ামী লীগ শাসনামলে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগের অন্তঃকোন্দলে। ১৯৭৪ সালের ৪ এপ্রিল চাঞ্চল্যকর 'সেভেন মার্ডারের' মাধ্যমে স্বাধীনতার পর ক্যাম্পাসে ১১-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রাণহানির যে ধারা শুরু হয়েছে তার সর্বশেষ শিকার হয়েছে ডেমোগ্রাফির ছাত্র সারোয়ার আহমেদ মিঠু।

জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের অন্তঃকলহে গত শুক্রবার ভোরে সে প্রাণ হারায়। এ নিয়ে চলতি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ জন ছাত্র নিহত হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্ধশতাধিক প্রাণহানি এবং ক্যাম্পাস পরিস্থিতির ক্রমাবনতির কারণে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা এখন ছাত্র রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। দেশের সাধারণ জনগণও ছাত্র রাজনীতির প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছে।

স্বাধীনতার পর গত ২৩ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে এবং ছাত্র সংগঠনসমূহের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে কয়েকশ' বার সংঘাত সংঘর্ষ ঘটেছে। এসব সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ছাত্রনেতা, পেশাজীবী, বহিরাগত, সন্ত্রাসী, টোকাই ও অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিসহ মোট ৫২ জন মারা যায়। এর মধ্যে মুজিববাদী ছাত্র লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ১৮ জন, জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ৮ জন এবং ছাত্র লীগ-ছাত্র দল সংঘর্ষে ৫ জন নিহত হয়। নিহতদের ২১ জন ছাত্র লীগের এবং ১২ জন ছাত্র দলের। নিহতদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অছাত্রের সংখ্যা প্রায় সমান সমান।

স্বাধীনতার পর ক্যাম্পাসে প্রথম হত্যাকাণ্ড ঘটে ১৯৭৪ সালের ৪ এপ্রিল। গভীর রাতে মুহসীন হলে এক সঙ্গে ৭ জন যুবককে হত্যা করা হয়। মুজিববাদী ছাত্র লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার দায়ে আদালতের রায়ে '৭৫ সালে তৎকালীন ছাত্র লীগ নেতা শফিউল আলম প্রধানসহ বেশ কয়েক জনের যাবজ্জীবন সাজা হলেও পরে তারা ছাড়া পান। ঐ ঘটনায় নিহত একজনের পিতার দায়েরকৃত মামলার রায়ে কয়েক মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, মুহসীন ও সূর্যসেন হলের প্রভোস্ট এবং শফিউল আলম প্রধানের মাত্র ১০ টাকা জরিমানা করা হয়। '৭৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ছাত্র লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ৪ যুবককে হত্যা করা হয়। সে বছরই সর্বোচ্চ ১১ জন নিহত হয়। '৭৭ সালে ছাত্র লীগের অন্তঃকোন্দলে ৪ জন নিহত হয়। সে ঘটনার জের ধরে '৭৮ সালে আরেক জনকে প্রাণ দিতে হয়। তারপর ১৯৮৫ সালে ১ জন, '৮৬ সালে ১ জন, '৮৭ সালে ছাত্র দলের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক বাবলুসহ ৬ জন, '৮৮ সালে ১ জন, '৮৯ সালে ২ জন, '৯০ সালে ৩ জন, '৯১ সালে ৬ জন, '৯২ সালে ৬ জন, '৯৩ সালে ৩ জন এবং '৯৪ সালে এ পর্যন্ত ২ জন প্রাণ হারিয়েছে। এদের মধ্যে '৮৯ সালে মেধাবী ছাত্র আরিফ, '৯০ সালে গণআন্দোলনে ডাঃ শামসুল আলম মিলন, '৯২ সালে ছাত্র লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বাদল রয়েছে। এ ছাড়া অরাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে ৫টি। এতে বহিরাগতরা নিহত হয়।